সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪১৬
WEEKLY BOOKLET: 416

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব
"ফয়যানে নামায" থেকে নেয়া একটি অংশের নামকরণ

সিজদার ফযীলত

ক্ষমার ব্যবস্থা পত্র	০১
সিজদায়ে শোকরের পদ্ধতি	১৮
ধূলিময় কপালের ফযীলত	২০
অন্তরের নূর ও চেহারার উজ্জ্বলতা	২৪

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সিজদার ফযীলত(১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফা'র প্রতিপালক! যে ব্যক্তি **"সিজদার ফযীলত"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সিজদার স্বাদ দান করো এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার চেহারা আলোকিত করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর বাণী:** নামাযের পর হামদ ও ছানা এবং দরূদ শরীফ পাঠকারীদের সম্পর্কে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দোয়া কর, কবুল করা হবে, প্রার্থনা কর, প্রদান করা হবে।

(নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষমার ব্যবস্থা পত্র

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে বান্দা সিজদারত অবস্থায় তিন বার এটা বলে يَارَبِّ اغْفِرْلِىْ, يَارَبِّ اغْفِرْلِىْ, يَارَبِّ اغْفِرْلِىْ(২)

---

১. এই বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব ফয়যানে নামায ২৭৫-২৮৫, ২৮৯-২৯১ এবং ২৯৪-৩০২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

২. অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো।

www.dawateislami.net

যখন সে তার মাথা উত্তোলন করবে তখন সে মাগফিরাত তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসাবে উঠবে। (মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা, ৭/৩৩, হাদীস: ৩) (এই দোয়া নফল নামাযের সিজদার মধ্যে পড়বে অথবা নফল ব্যতীত **আল্লাহ** পাকের নিয়ামতের উপর শোকরের নিয়্যতে সিজদা করবে এবং তার মধ্যে এটা ও জায়েয দোয়ার মাধ্যমে যা চাওয়ার চাইবে)

ইয়া খোদা মেরি মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফেরদৌস মারহামাত ফরমা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিজদার মধ্যে অধিকহারে দোয়া করুন

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা সিজদা অবস্থায় নিজের দয়ালু প্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়। এই জন্য তোমরা সিজদায় অধিক হারে দোয়া করো ।

(মুসলিম, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৮৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: দয়ালু প্রতিপালক তো প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের নিকটতম কিন্ত আমরা তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকি। অবশ্য সিজদা অবস্থায় আমাদের তাঁর থেকে বিশেষ নৈকট্য অর্জন হয়, এজন্য তাঁর এই নৈকট্যকে গনীমত মনে করে যা চাওয়ার চেয়ে নাও।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮২)

শোকরের সিজদার জন্য অযু আবশ্যক

শোকরের সিজদার জন্য অযু আবশ্যক এবং শোকরের সিজদা ব্যতীত অভ্যাসগত যে সিজদা করা হয় সেটার জন্য অযু জরুরী নয় কেননা

www.dawateislami.net

সেটা শরয়ী সিজদা নয়, শুধু একটি মুবাহ আমল রয়েছে, এতে না সাওয়াব আছে, না গুনাহ। নামায ব্যতীত সিজদার মধ্যে দোয়া করলে তখন আরবী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায়ও দোয়া করতে পারবে।

সিজদার মাঝখানে দোয়া করার চেষ্টা করুন

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا হতে বর্ণিত, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে রুকু সিজদাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে তো প্রতিপালকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, সিজদাতে দোয়া করার চেষ্টা করবে, কেননা ঐ দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত।

(মুসলিম, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৭৪)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: নফল নামাযের সিজদার মধ্যে প্রকাশ্য (অর্থাৎ স্পষ্ট শব্দ দ্বারা) দোয়া করো এবং অন্যান্য নামাযের সিজদাতে দয়ালু প্রতিপালকের তাসবিহ ও তাহমিদ (অর্থাৎ পবিত্রতা ও প্রশংসা) করো কারণ এটাও আনুষাঙ্গিক দোয়া (অর্থাৎ এক প্রকার দোয়া, কেননা) **আল্লাহ পাকের** প্রশংসাও দোয়া হয়ে থাকে। কতিপয় বুযুর্গদেরকে সিজদায় পড়ে দোয়া করতে দেখা গিয়েছে, তাঁদের উৎস হলো এই হাদীসে মুবারাকা। কেননা সিজদার মাধ্যমে বান্দা **আল্লাহ পাকের** অত্যন্ত নিকটবর্তী হয় (অর্থাৎ অধিক নৈকট্য অর্জন হয়।) এই অবস্থার দোয়া اِنۡ شَآءَ الله অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে।

(মিরাতুল মানাযিহ, ২/৭১)

সিজদার মধ্যে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

আলা হযরতের পিতা মাওলানা নকি আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ "ফাযায়িলে দোয়া" এর মধ্যে দোয়া কবুল হওয়ার ৪৫টি সময় ও অবস্থার

www.dawateislami.net

মধ্য থেকে ২০তম অবস্থা হলো: সিজদা অবস্থায় (দোয়া কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে) (ফাযায়িলে দোয়া, ১২১ পৃষ্ঠা)

দোয়ার সামর্থ্য লাভই শোকরের সিজদা আদায়ের সুযোগ

“ফাযায়িলে দোয়া” এর ৬২ পৃষ্ঠায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রদানকৃত বর্ণনার সারমর্ম: **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া ও প্রার্থনা করার সামর্থ্য লাভ হলে, শোকরের সিজদার নিয়্যতে সিজদা করবে, কেননা বান্দা সিজদার মাধ্যমে **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে থাকে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা সিজদা অবস্থায় আপন প্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়, সে জন্য তোমরা সিজদার মধ্যে অধিকহারে দোয়া করো। (মুসলিম, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৮৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুভাগমন করতেই সিজদা করেছেন

হযরত মওলানা নকি আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: সে সময় (অর্থাৎ বিলাদতের সময়) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ**র দরবারে সিজদা করেছিলেন এবং বলেছিলেন: رَبِّ هَبۡ لِىۡ اُمَّتِىۡ **অনুবাদ:** হে **আল্লাহ**! আমার উম্মতকে আমার উছিলায় ক্ষমা করে দাও (অর্থাৎ আমাকে আমার উম্মত দিয়ে দাও) সম্মোধন হয়েছে (অর্থাৎ বলা হয়েছে) وَهَبۡتُكَ اُمَّتَكَ بِاَعۡلٰى هِمَّتِكَ **অনুবাদ:** আমি আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে আপনার উম্মতকে ক্ষমা করে দিয়েছি (অর্থাৎ আপনাকে দিয়ে) দিয়েছি। অতঃপর ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে আমার ফেরেশতাগণ! সাক্ষী থেকো যে, আমার হাবীব তাঁর উম্মতকে শুভাগমনের সময় ভুলে নাই

তাহলে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কিভাবে ভুলবে!

(আনওয়ারে জামালে মুস্তাফা, ১০৪ পৃষ্ঠা)

রাব্বি হাবলি উম্মতি কেহতে হুয়ে পয়দা হুয়ে,
হক্ব নে ফরমাইয়া কেহ বখশা, اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্টাম্পের লেখা (কাল্পনিক ঘটনা)

একজন নেক বান্দাকে কেউ নিজের পেরেশানীর কারণে কান্না করতে করতে বলল: যে কাজ করি তা বিপরীত হয়ে যায়, কী করবো! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সীল মোহর **(Stamp)** দেখেছেন? বলল: দেখেছি, জিজ্ঞাসা করলেন: এটা কি জানেন যে, সীলমোহর **(Stamp)** এর মধ্যে লেখা কেমন থাকে? বলতে লাগল: তার মধ্যে লেখা উল্টো হয়ে থাকে, বলল এটা কি বলতে পারবে যে, তা সোজা কিভাবে হয়ে থাকে? উত্তর দিল: যখন সীলমোহর **(Stamp)** কাগজের উপর লাগে তখন শব্দগুলো সোজা হয়ে যায়। বললেন: যেভাবে সীলমোহর **(Stamp)** এর মাথা (অগ্রভাগ) কাগজের উপর লাগালে উল্টো শব্দসমূহ সোজা হয়ে যায়, অনুরূপভাবে তুমিও অযু করে মসজিদে যাও এবং নিজের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের সামনে মাথা লাগাও (অর্থাৎ সিজদা কর) اِنْ شَآءَ الله তোমারও উল্টো কাজ সোজা হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

সিজদার মাধ্যমে দোয়া কবুল হওয়ার চারটি ঘটনা

(১) সায়্যিদুনা সুলাইমান ও এক কৃষক

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুর রহমান দামেস্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেস্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **(আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী) হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام চুল দিয়ে তৈরিকৃত একটি চাটাইয়ের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীরা তাঁর আশেপাশে ছিলেন। তিনি বাতাসকে আদেশ দিলেন তখন বাতাস চাটাইকে উপর উঠিয়ে নিল, জ্বিন ও মানুষ তার সামনে চলা ফেরা করতে লাগলো, পাখিরা ছায়া দিল। একজন কৃষক **(Farmer)** ক্ষেতের মধ্যে কাজ করছিল, সে মনে মনে বলল: যদি হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام আমার সামনে হতো তাহলে আমি তাঁকে তিনটি কথা বলতাম। **আল্লাহ পাক** সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহী প্রেরণ করলেন যেন তিনি কৃষকের কাছে যান। তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে তার কাছে গেলেন। সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে কৃষক! আমি সুলাইমান, তুমি যা জিজ্ঞাসা করতে চাও জিজ্ঞাসা কর! কৃষক আরয করল: আপনার নিকট আমার অন্তরের ইচ্ছা কিভাবে জানা হল? ইরশাদ করলেন: দয়ালু প্রতিপালক আমাকে এই জ্ঞান দান করেছেন। কৃষক আরয করলেন: এই জ্ঞানকে আমি বিশ্বাস করি। **(প্রথম কথাটা হলো) আল্লাহ**র শপথ! যখন আমি আপনার নিয়ামত দেখলাম তখন আমি নিজ থেকে বলতে লাগলাম যে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর অতীতের স্বাদ এবং নিয়ামত শেষ হয়ে যাবে, অথচ আমি যে কষ্ট ও গ্লানির, মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম আজও ঐভাবে

রয়েছি কিন্তু আপনি عَلَيْهِ السَّلَام অতীতের স্বাদ পুনরায় অনুভব করেন না এবং আমিও অতীতের কষ্ট ও গ্লানি পুনরায় অনুভব করি না। হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام **দ্বিতীয় কথা** জিজ্ঞাসা করলেন: তখন সে আরয করলো: আমি নিজ থেকে এটা বললাম যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এ দুনিয়াতে সর্বদা থাকবেন না এবং আমাকেও মৃত্যু বরণ করতে হবে। ইরশাদ করলেন: তুমি সত্য বলেছ। কৃষক আরয করল: **তৃতীয় কথা** আমি শুধু নিজেকে খুশি করার জন্য বলছি যে, কাল কিয়ামতের দিন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام থেকে এ নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, আমার কাছ থেকে প্রশ্ন করা হবে না, এটা শুনে সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ঘোড়া থেকে নেমে সিজদা করলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করল: হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি সবচেয়ে অধিক দানশীল না হতে এবং কৃপণতা থেকে পবিত্র না হতে, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার নিকট ঐ নিয়ামত সমূহ (যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে তা) পুনরায় নিয়ে নেয়ার জন্য প্রার্থনা করতাম, (অর্থাৎ আরয করতাম যেন, নিজের নিয়ামত সমূহ পুনরায় নিয়ে নিন) **আল্লাহ পাক** অহী প্রেরণ করলেন: হে সুলাইমান! (সিজদা থেকে) নিজের মাথা উঠাও! কেননা আমি আমার বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যে নিয়ামত তাকে দান করি তার হিসাব নিবো না। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ৫ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ** পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم

تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم

www.dawateislami.net

তু বেহিসাব বখশ কেহ হে বেশুমার জুরম,
দেতা হু ওয়াসতা তুঝে শাহে হিজাজ কা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) সিজদায় দোয়া করার পর মুক্তি পেয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা জাফর খুলদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে: আমি হযরত সায়্যিদুনা খায়রুন নাস্‌সাজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি খায়রুন নাস্‌সাজ নামে কিভাবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন? আপনি কি কাপড় তৈরী করতেন? বললেন: না, বরং তার কারণ হলো, আমি **আল্লাহ পাকের** কাছে ওয়াদা করেছিলাম যে, কখনো নিজের নফসের আকাঙ্ক্ষার উপর তাজা খেজুর খাব না এবং অনেক দিন পর্যন্ত আমি আমার ওয়াদার উপর অটল রইলাম। একবার নফসের কাছে দুর্বল হয়ে আমি কিছু খেজুর ক্রয় করলাম এবং খাওয়ার জন্য বসে গেলাম, এখনো একটা খেজুরই খেয়েছিলাম, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি রাগান্বিত অবস্থায় আমার দিকে দেখতে লাগলো। অতঃপর সে আমার কাছে আসলো আর বললো: হে খায়র! তুমি আমার পলায়নকৃত গোলাম! মূলতঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার একটা খায়র নামে গোলাম ছিল যেটা পলায়ন করেছিল আর সে ব্যক্তি ভুল বুঝে আমাকে নিজের গোলাম মনে করলো, আর যদি সত্যিকার্থে বলি, তবে আমার রঙও তার গোলামের মতই হয়ে গিয়েছিল। অনেক লোকজন একত্রিত হয়ে গিয়েছে, যখনিই তারা আমাকে দেখলো তখন সবাই একসাথে বলে উঠলো: **আল্লাহ** পাকের শপথ! এটাতো তোমার গোলাম খায়র। আমি খুব ভালভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে কোনো অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে! সে ব্যক্তি আমাকে নিজের গোলাম মনে করে তার

www.dawateislami.net

দোকানে নিয়ে গেল। সেখানে তার আরও গোলাম বিদ্যমান ছিল যারা কাপড় তৈরী করতো, আমাকে দেখে অন্য একজন গোলাম বলতে লাগলো: হে হতভাগা গোলাম! তুমি তোমার মালিকের কাছ থেকে পলায়ন করেছ? চলো! এখানে আসো! নিজের কাজ করো, যা তুমি করতে। অতঃপর মালিক আমাকে আদেশ দিল: যাও! অমুক কাপড় বুন (অর্থাৎ সুঁতা দিয়ে তৈরী কর) যেভাবে আমি কাপড় বুনতে লাগলাম তখন এ রকম অনুভব হলো যেন আমি অনেক দক্ষ কারিগর এবং অনেক বৎসর যাবৎ এই কাজ করছি। অতএব আমি অন্যান্য গোলামদের সাথে কাজ করতে লাগলাম। সেখানে কাজ করা অবস্থায় যখন কিছু মাস অতিবাহিত হলো, তখন একরাতে ভালভাবে নফল নামায আদায় করলাম এবং সারা রাত ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করলাম অতঃপর সিজদার মধ্যে পতিত হয়ে এ দোয়া করলাম: "হে আমার পূতঃপবিত্র প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও, এখন থেকে আমি আর কখনো আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো না"এভাবে আমি দোয়া করতে থাকি, যখন সকাল হলো তখন দেখলাম যে, পূর্ববর্তী আকৃতিতে এসে গিয়েছি, সুতরাং আমাকে ছেড়ে দেয়া হলো। এই কারণে আমার নাম খায়রুন নাস্‌সাজ "অর্থাৎ কাপড় প্রস্তুতকারী খায়র" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (উয়ূনুল হিকায়াত ২২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

چاہتے ہو تم دُعا اللہ فرمائے قبول
گِر کے سجدے میں دعا مانگو، ہو رحمت کا نُزول

www.dawateislami.net

চাহতে হো তুম দোয়া আল্লাহ ফরমায়ে কবুল,
গির কে সাজদে মে দোয়া মাঁগো, হো রহমত কা নুযুল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) খাবার মিলে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বার জঙ্গলে ছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ, যাকে দেখে নিজের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হলো। সে ব্যক্তি বলতে লাগল: আমি পাদ্রী (দুনিয়া ত্যাগকারী খ্রীষ্টান) রোম থেকে আপনার সংস্পর্শে থাকার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আপনার অন্তরে তৈরি হওয়া ঘৃণা সর্ম্পকে জানা হয়ে গিয়েছে, তিনি পাদ্রীকে বললেন: আমার নিকট খাবার ও পান করার কোন জিনিস নেই, তুমিও কষ্টে পতিত হবে, এটা কখনো হতে পারে না। সে বলতে লাগলো: হে সায়্যিদি! (অর্থাৎ হে আমার সরদার) দুনিয়ার মধ্যে আপনার নামের ডঙ্কা বাজছে আর আপনি এখনো পর্যন্ত পানাহারের ব্যাপারে চিন্তা করছেন! এটা শুনে তিনি তাকে তাঁর সংস্পর্শে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন, সাত দিন সাত রাত পর্যন্ত পানাহার ব্যতীত অতিবাহিত হয়ে গেল, সে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে গেল এবং বলতে লাগলো: এখনকার বিষয় আমার সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছে, পানাহারের কোন ব্যবস্থা করুন। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিজদা করলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ পাক!** এই অমুসলিম আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করছে, আমার সম্মান তোমার হাতেই রয়েছে, এই অমুসলিমের সামনে আমাকে লজ্জিত করো না” দোয়া করে যখন মাথা উঠালেন তখন একটি প্লেট বিদ্যমান ছিল, যার মধ্যে দুটি রুটি এবং পানির দুটি পাত্র

www.dawateislami.net

রাখাছিল। পানাহার করে দুজনেই সেখান থেকে চলে গেল। আরো সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোথাও অবস্থান করলো, তখন ঐ পাদ্রী সিজদাতে গিয়ে দোয়া করলো। দেখতে দেখতেই একটা প্লেট প্রকাশ পেল যার মধ্যে চারটা রুটি এবং চারটি পানির পাত্র বিদ্যমান ছিল। তিনি বিস্মৃত হয়ে গেলেন! তিনি এই মনমাসিকতা তৈরি করলেন যে, এর থেকে কিছু খাবে না কেননা এই খাবার অমুসলিমের জন্য এসেছে। সে বলতে লাগল: হুযুর! খেয়ে নিন! আর দুটি সুসংবাদও শুনে নিন, একটা হলো; আমি ইসলাম গ্রহণ করছি, এটা বলে সে কালেমা শাহাদাত পাঠ করল। দ্বিতীয়টা হলো; **আল্লাহ** পাকের দয়ায় এখানে আপনার অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে, আমি সিজদাতে মাথা রেখে এই দোয়া করেছিলাম: **হে আল্লাহ!** মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি সত্য রাসূল হয় তাহলে আমাকে দুইটা রুটি এবং দু'গ্লাস পানি দান করো আর যদি ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তোমার বিশেষ বন্ধু হয় তাহলে দুটি অতিরিক্ত রুটি এবং দু'গ্লাস পানি দান করো, দোয়া করে যখনি সিজদা থেকে মাথা উঠালাম, তখন সামনে খাবারের প্লেট বিদ্যমান ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খাওয়াস رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এটা শুনার পর খাবার খাওয়া শুরু করলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰه আর সে নও মুসলিম (নতুন মুসলমান) বিলায়তের উঁচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হলো। (ফয়যানে সুন্নাত, ১/৭৯৯, কাশফুল মাহজুব, ২৩৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ** পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

خوب سجدے میں اے بھائی! گِڑگِڑا کر کر دعا
کام بن جائے گا تیرا اَز طفیلِ مصطفٰے

www.dawateislami.net

খুব সাজদেমে এয়্যা ভাইয়ি! গিড়গিড়া কর কর দোয়া,
কাম বান জায়ে গা তেরা আয তুফায়লে মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) সিজদার মধ্যে হযরত শিবলীর দোয়া প্রার্থনা (ঘটনা)

হযরত (সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর) শিবলী (বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) দুনিয়ার প্রতি আসক্ত এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন সিজদায় পড়ে গেলেন আর তিনি এই দোয়া করলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** শোকর যিনি আমাকে এই মুসিবত থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন যার মধ্যে তোমাকে পতিত করেছেন এবং আমাকে আপন অসংখ্য মাখলুকের উপর মর্যাদা দান করেছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৮৯) **আল্লাহ** পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রত্যেক দ্বীনি ও দুনিয়াবি মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করুন

এ ঘটনা উদ্ধৃত করার পর হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেন: এ দোয়া প্রত্যেক দ্বীনি ও দুনিয়াবি মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে পাঠ করলে اِنْ شَآءَ الله পাঠকারী সে মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা) এ দোয়া তিরমিযী শরীফের ৩৪৪৩ নং হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: বিপদ চাই শরীরের হোক যেমন শ্বেত, অন্ধত্ব, বা অন্য

কোন রোগ অথবা আর্থিক যেমন কর্জ, দরিদ্রতা, রিযিকের সঙ্কট ইত্যাদি, অথবা দ্বীনি যেমন কুফরী, ফাসেকি, (মন্দ) বিদআত ইত্যাদি মোট কথা প্রত্যেক মুসিবতের জন্য অত্যন্ত উপকারী। (মিরকাত, ৫/২৮৩, ২৪২৯ নং হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা) এই দোয়া অনেক নিম্ন স্বরে বলবেন যেন সেই মুসিবত গ্রস্থ ব্যক্তি না শুনে, শুনলে তার কষ্ট হবে। (লুময়াতুত তানকীহ, ৩/৬১০। মিরআত, ৪/৩৮)

তিনটি রোগকে অপছন্দ করো না

তিন প্রকারের রোগ (১) সর্দি, (২) খোস পাঁচড়া (৩) চোখ উঠা, (অর্থাৎ চোখের ব্যথা) এ গুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিকে দেখে পড়বে না। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৭০ পৃষ্ঠা) এ রোগগুলোর উপকার বর্ণনা করতে গিয়ে আলা হযরত বলেন: হুযুর পুরনূর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে: তিন প্রকার রোগকে অপছন্দ করো না। (১) সর্দি: এটার কারণে অনেক রোগের মূল কেটে যায়। (২) খোস পাঁচড়া: যেমন এর কারণে চামড়ার রোগ **(Skin diseases)** (কুষ্ঠ রোগ) ইত্যাদি প্রতিরোধ করে। (৩) চোখ উঠা: অন্ধ হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৭০ পৃষ্ঠা)

ہر بُرائی سے تو بچا یارب! دیدے اَمراض سے شِفا یارب!

হার বুরায়ি সে তু বাঁচা ইয়া রব্ব! দেদে আমরায সে শিফা ইয়া রব্ব!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধিক সিজদার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মা'আদান ইবনে আবু তালহা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: আমার সাথে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

সাওবান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সাথে সাক্ষাত হয়েছে, আমি আরয করলাম: আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যেটা আমি পালন করলে **আল্লাহ পাক** আমাকে সেই আমলের বরকতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা (আমি বললাম) আমাকে **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল সম্পর্কে বলুন। হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ চুপ রইলেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি চুপ রইলেন। আমি যখন তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন: আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অধিকহারে সিজদা করো, কেননা তোমরা যখনই **আল্লাহ পাকের** জন্য সিজদা করবে, **আল্লাহ পাক** তোমাদের একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার পরিবর্তে একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৯৩) অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে: **আল্লাহ পাক** সেটার কারণে সিজদাকারীর জন্য একটি নেকী লিখে দিবেন। (ইবনে মাজাহ, ২/১৮২, হাদীস: ১৪২৪)

সুন্নাত আদায়ের আগ্রহ

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রথমে হাদীসে পাকের এই অংশে (অর্থাৎ আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম) এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ আমিও **হুযুর রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে তিনবার এই প্রশ্ন করেছিলাম, দু'বার **রাসূল** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুপ ছিলেন এবং তৃতীয় বার উত্তর দিয়েছেন। (মিরকাত, ২য় খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা) এই সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে আমিও দুই বার নিশ্চুপ ছিলাম। **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ নিরবতা প্রশ্নকারীর উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ছিল এবং হযরত সাওবান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নিরবতা এই সুন্নাতের উপর

আমলের জন্য ছিল, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কার্যাদি নকল করতেন। মুফতি সাহেব হাদীসে পাকের এই অংশে (অর্থাৎ অধিক হারে সিজদা করো) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এভাবে নফল নামায বেশি করে পড়ুন এবং কুরআন তিলাওয়াত অধিকহারে করুন, সিজদায়ে শোকর বেশি করে করুন। হাদীসের এই অংশের (অর্থাৎ এটার পরিবর্তে তোমাদের একটি গুনাহ মাফ করে দিবে) ব্যাখ্যায় লিখেন: এ থেকে বোঝা গেল, সিজদা গুনাহের কাফফারা কিন্তু গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য **আল্লাহ** পাকের হকের মধ্যে গুনাহে সগীরা (অর্থাৎ ছোট গুনাহ)। আর হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক) আদায় করার দ্বারা এবং গুনাহে কবিরা (অর্থাৎ বড় গুনাহ) তাওবার দ্বারা মাফ হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৫)

মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া ও নেকী লিখে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ও নেকী লিখে দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য কী? অথচ নেকীসমূহ লিখে দেওয়ার কারণেই মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সেটার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: যদিও মর্যাদা নেকী লিখে দেওয়ার কারণেই বৃদ্ধি পায় কিন্তু কারণ ভিন্ন হয় আর পরিণাম (অর্থাৎ ফলাফল) ভিন্ন হয়, সুতরাং এই দুইটি কারণেই হয়ে থাকে, আবার কখনো এ রকমও হয় নেকী লিখার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না বরং অন্য কোন গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (ফয়যুল ক্বাদির, ৫/৬২১)

সিজদার অঙ্গসমূহ জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত: **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সিজদার চিহ্ন ব্যতীত মানুষের সমস্ত

শরীরকে আগুন জ্বালাবে। **আল্লাহ পাক** জাহান্নামের জন্য সে সিজদার চিহ্নকে জ্বালানো হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫১) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন ঐ সমস্ত লোকদের (অর্থাৎ যে সমস্ত মুসলমান জাহান্নামে যাবে) অঙ্গসমূহকে জ্বালিয়ে দিবে কিন্তু তার কপালকে জ্বালাতে পারবে না, কতিপয় ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন: সিজদার সাতটি অঙ্গ (অর্থাৎ কপাল, দুই হাত, দুই হাটু, দুই পা) নিরাপদ থাকবে। (আশিআতুল লুমআত, ৪র্থ খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা) আবার কিছু ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন: এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ চেহারা, এ কথার ব্যাখ্যা "বুখারী শরীফের" এই হাদীস وَيُحَرِّمُ اللهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ[১] (**আল্লাহ পাক** তাদের অঙ্গসমূহ আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪৩৮)

উচ্চ মর্যাদা অর্জন হয় নফসের বিরোধীতার মাধ্যমে

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের অংশে (নিজের নফসের উপর অধিক সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো) এর ব্যখ্যায় বলেন: এই বাণীটি এরকমই যেমন ডাক্তার রোগীকে বলে: আমি তোমার চিকিৎসা এমন ঔষুধ দিয়ে করাব যার দ্বারা তুমি সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ এবং আমার কথার উপর আমল করে আমাকে সহযোগিতা করবে (অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতা) এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নফসের উপর---- বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেন: এ কথার উপর সতর্কতা রয়েছে (অর্থাৎ সাবধানতা অবলম্বন করা) কারণ উচ্চ মর্যাদা শুধু নফসের বিরোধীতার মাধ্যমেই অর্জন হয়। (লুমআতুত তানকিহ, ৩/১৭৩)

১ (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৫৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৪৩৯)

www.dawateislami.net

এ হাদীসে পাক থেকে এটাও জানা গেল, বুযুর্গদের সেবা করা এবং যে কাজে তারা খুশি হয় সেটা পূরণ করা প্রকৃত পক্ষে মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করার মাধ্যম হয়ে থাকে, বিশেষ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখা দ্বীন ও দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এবং কল্যাণময় বিষয়। (আশিআতুল লুমআত, ২/২৪৭)

সুসংবাদ শুনে শোকরের সিজদা করা পছন্দনীয় সুন্নাত

হে আশিকানে নামায! যখন কখনো সুসংবাদ আসবে, দুই রাকাত শুকরিয়ার নামায আদায় করা অথবা সিজদায়ে শোকর করে নেওয়া উচিৎ।[১] হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কোন সুসংবাদ আসতো বা তিনি খুশি হলে তখন **আল্লাহ পাকের** শোকর আদায় করতে গিয়ে সিজদা করতেন।[২] হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: সিজদায়ে শোকর করা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে প্রমাণিত।[৩] আমরাও কি কখনো কোন খুশির সংবাদে সিজদায়ে শোকর আদায় করেছি? মলফুযাতে আলা হযরত থেকে দুইটি প্রশ্ন ও জবাবসহ বিস্তারিত উপস্থাপন করছি; **প্রশ্ন:** সিজদায়ে শোকর সুন্নাত না মুস্তাহাব? **উত্তর:** সুন্নাত, যে সময় অভিশপ্ত আবু জাহেলের মাথা কেটে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন। **প্রশ্ন:** সিজদায়ে শোকরের নিয়্যত নামাযের সিজদাতে করে নিল তবে কি কোন সমস্যা রয়েছে? **উত্তর:** কোন সমস্যা নেই আর উত্তম হচ্ছে নামায থেকে আলাদা করা। (মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৬, ৩৮৯ পৃষ্ঠা) বাহারে শরীয়াতে

১. মিরাতুল মানাযিহ ২য় খন্ড ৩৮৮ পৃষ্ঠা। ২. আবু দাউদ ৩য় খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা। ৩. মিরাতুল মানাযিহ ২য় খন্ড ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

বর্ণিত রয়েছে: সিজদায়ে শোকরের উদাহরণ যেমন, সন্তান ভূমিষ্ট হল, বা সম্পদ অর্জন বা হারিয়ে যাওয়া বস্তু ফিরে পেল অথবা রোগী আরোগ্য লাভ করল বা মুসাফির পুনরায় ফিরে আসল, মোট কথা যে কোন নিয়ামতের উপর সিজদা করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৩৮-৭৩৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও সুসংবাদ শুনে সিজদায়ে শোকর আদায় করার সামর্থ্য দান করুক। **আল্লাহ পাকের** দয়ায় যদি আপনার এই সুসংবাদ মিলে যায় যে, আপনার হজ্ব বা ওমরা ও মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর উপস্থিত হওয়ার ভিসা লেগেছে, তাহলে আপনারও সিজদায়ে শোকর করা উচিৎ।

اے کاش! کوئی آ کر، کہہ دے مرے کانوں میں
چل! تجھ کو مدینے میں، سرکار بُلاتے ہیں

এ কাশ! কোয়ি আঁ কর, কেহ দে মেরে কানো মে,
চল! তুঝ কো মদীনে মে, সরকার বুলাতে হেঁ।

সিজদায়ে শোকরের পদ্ধতি

সিজদায়ে শোকর (ও তিলাওয়াতের সিজদা) দুইটা একই পদ্ধতি, মাকতাবাতুল মদীনার ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, বাহারে শরীয়াত প্রথম খন্ডের ৭৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে (তিলাওয়াত ও শোকরের) সিজদার সুন্নাত পদ্ধতি হলো: (অযু সহকারে) দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَر বলতে বলতে সিজদাতে যাবে এবং কমপক্ষে তিন বার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলবে। অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَر বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যাবে, আগে পরে দু'বার اَللّٰهُ اَكْبَر বলা সুন্নাত আর দাঁড়িয়ে সিজদাতে যাওয়া এবং সিজদার পরে দাঁড়ানো এই উভয় কিয়াম মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৩১ পৃষ্ঠা) তিলাওয়াতে সিজদার (এবং

www.dawateislami.net

সিজদায়ে শোকরের) জন্য اَللّٰهُ اَكْبَر বলার সময় হাত উঠাবে না, এবং তার মধ্যে তাশাহুদও পড়বে না, সালামও ফিরাবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিজদাতে কপালে কষ্ট পৌঁছানো

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসমাঈল মুররা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন আর যখন বয়স বেশি হয়ে যায় তখন তিনি ৪০০ রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫ম খন্ড, ৫৬৫ পৃষ্ঠা) হারিস গানাভী বলেন: একবার তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, এমন কি মাটি তার কপালে প্রভাব ফেলল, ৭৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করলেন। (তাহযিবুত তাহযিব, ৮/১০৭) (১৫২টি রহমত পূর্ণ ঘটনাবলী, ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

নূরানী কপাল

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর যখন ইন্তিকাল হল তখন পরিবারের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে এ অবস্থায় স্বপ্নে দেখল: তাঁর সিজদার স্থান উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোর ন্যায় আলো ছড়াচ্ছে, তখন আরয করল: আপনার চেহারায় এটা কী? তিনি বললেন: মাটি আমার কপালে প্রভাব বিস্তারের কারণে আলোকৃত করে দেয়া হয়েছে, আরয করা হল: আখিরাতে আপনার কি মযাদা অর্জন হয়েছে? বললেন: উত্তম ঘর, যার আহালরা (বসাবাস কারীরা) এখান থেকে না প্রত্যাবর্তন **(Transfer)** করে, না তাদের মৃত্যু আসে। (মাউসোআতি লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৫৮, ৫৬ অংশ)

www.dawateislami.net

রহমতে ভরা ঘটনা

এটাও বর্ণিত আছে, ইন্তিকালের পর কেউ হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখল: তাঁর সিজদার স্থান নূরানী হয়ে গিয়েছে, তখন জিজ্ঞাসা করল: আপনি কোথায়? উত্তর দিলেন: আমি এরকম ঘরের মধ্যে আছি যার সদস্যরা (অর্থাৎ বসবাসকারীরা) না এখান থেকে বের হবে, না মৃত্যু আসবে। (আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া, ৫/৫৬৫) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কিছু বিছানো ব্যতীত সিজদা করা উত্তম

'ইহইয়াউল উলূম' এর মধ্যে রয়েছে: তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক অভ্যাস ছিল যে, সর্বদা জমিনেই সিজদা করতেন, সিজদার স্থানে জায়নামায ইত্যাদি বিছাতেন না। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১/২০৪) বাহারে শরীয়াতেও আড়াল ব্যতীত (অর্থাৎ কিছু বিছানো ছাড়াই) সিজদা করা মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। (বাহারে শরীয়াত ১/৫৩৮) **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** নিকট বান্দার এ অবস্থা সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় যে, তাকে সিজদাতে এই অবস্থায় দেখবেন যে, মুখ মাটির উপর ঘর্ষণ করছে।

(মুজামে আওসাত, ৪/৩০৮, হাদীস: ৬০৭৫)

ধূলিময় কপালের ফযীলত

যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযীর কপালের মধ্যে লেগে থাকা মাটি বাকি থাকে, ফেরেশতারা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, যেমন- **শাহানশাহে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্য থেকে কোন

ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নামায থেকে অবসর হবে না নিজের কপালের (মাটি) কে যেন পরিষ্কার না করে, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তার কপালের উপর নামাযের চিহ্ন থাকবে ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। (মু'জামে কবীর, ২২/৫৬, হাদীস: ১৩৪)

(নামাযের মাঝে) কপাল থেকে মাটি বা ঘাস ঝেরে নেওয়া মাকরূহে (তানযীহি), যদি সেগুলোর কারণে নামাযে সমস্যা না হয় আর অহংকারের উদ্দেশ্য হলে তখন মাকরূহে তাহরিমী (নাজায়িয, গুনাহ) হবে এবং যদি কষ্ট হয় অথবা মনোযোগ সরে যায় তাহলে (ঝারতে) কোন সমস্যা নেই এবং নামাযের পর অপসারণ করা সাধারণত দোষ নয় বরং অপসারণ করে নেওয়া উচিৎ যেন রিয়া না আসে। (বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ড ৬৩১ পৃষ্ঠা) (আলমগিরী ১/১০৫ পৃষ্ঠা)

চেহারাতে সিজদার চিহ্ন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পারা ২৬ সূরা ফাতাহ এর আয়াত নং ২৯, سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তাঁদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার চিহ্ন থেকে।) এর তাফসীরে বলেন: এর মধ্যে দু'টি ব্যাখ্যা রয়েছে: এক ব্যাখ্যা হলো, এটি সিজদার চিহ্ন। (দুনিয়াতে থাকবে না বরং) কিয়ামতের দিন হবে, কেননা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যে দিন কতিপয় মুখ উজ্জল হবে (অর্থাৎ আলোকিত) হবে। (পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১০৬)) আরও ইরশাদ করেন: نُوْرُهُمْ يَسْعٰى (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তাদের আলো দৌঁড়াতে থাকবে। (পারা: ২৮, সূরা: তাহরিম, আয়াত: ৮)) আর তাদের চেহারার আলো, **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোনিবেশ করার কারণে হবে, যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام

www.dawateislami.net

বলেছিলেন: اِنِّیۡ وَجَّہۡتُ وَجۡہِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আমি আমার মুখমন্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। (পারা ৭, সূরা আনআম: ৭৯)) আর যে ব্যক্তি সূর্যের দিকে মুখ করে সোজা দন্ডায়মান হয় তখন সূর্যের কিরণ **(Rays)** তার চেহারায় পড়ে যার কারণে তার চেহারার মধ্যে খুব নূর (অর্থাৎ উজ্জলতা) প্রকাশ পায় অথচ সূর্যের আলো (অর্থাৎ উজ্জলতা) ক্ষণস্থায়ী **(Temporary)** হয়ে থাকে, যা শেষ হয়ে যায়। যখন **আল্লাহ পাক** আসমান ও জমিনকে নূর দানকারী অর্থাৎ আলো দানকারী, তাহলে যে ব্যক্তি তাঁর দিকে মনোনিবেশ করবে তার চেহারার মধ্যে এমন নূর প্রকাশ পাবে যা আলোতে পরিপূর্ণ থাকবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো; এ সিজদার চিহ্ন দুনিয়াতে হবে, অতঃপর সেটার আবার দুইটি ব্যাখ্যা রয়েছে: একটি ব্যাখ্যা হলো; তা থেকে উদ্দেশ্য ঐ চিহ্ন (কালো দাগ) যা অধিক সিজদা করার কারণে কপালের উপর প্রকাশ পায়, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো; তা থেকে উদ্দেশ্য ঐ সৌন্দর্য্য যাকে **আল্লাহ পাক** রাতে সিজদাকারীদের চেহারা দিনে প্রকাশ করে দেন এবং জ্ঞানীদের জন্য এ কথা স্পষ্ট যে, দুই ধরণের ব্যক্তি রাত জেগে থাকে, এক ধরণের ব্যক্তি রাতে মদ্য পান করা এবং খেলাধূলার মধ্যে ব্যস্ত থেকে অতিবাহিত করে এবং আরেক ধরণের ব্যক্তি নামায, কিরাত ও ইলমে দ্বীন অর্জন করার মধ্যে অতিবাহিত করে, তবে পরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি মদ্যপান এবং খেলাধূলার মধ্যে অতিবাহিতকারী এবং যিকির ও শোকরের মধ্যে রাত অতিবাহিত কারীদের মাঝে পার্থক্য করে নিবে। (তাফসীরে কবীর, ১০ম খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

কপালের দাগ সম্পর্কে আ'লা হযরতের ব্যাখ্যা

আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ "ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা" এর মধ্যে সিজদার চিহ্ন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা

www.dawateislami.net

করার পর ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: আমি বলছি: এ সম্পর্কে প্রকৃত হুকুম; দেখানোর জন্য ইচ্ছাকৃত (অর্থাৎ জেনে বুঝে) এ চিহ্ন সৃষ্টি করা অকাট্য হারাম ও কবীরা গুনাহ, এবং ঐ চিহ্ন জাহান্নামের উপযুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাওবা করবে না। যদি এ চিহ্ন অধিক সিজদা করার কারণে স্বয়ং হয়ে গেল তখন ঐ সিজদা যদি রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য) ছিল তাহলে সিজদাকারী জাহান্নামী এবং যদিও স্বয়ং তা ধারণ করা অপরাধ নয় কিন্তু অপরাধের কারণে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং এটা জাহান্নামীর চিহ্ন, আর যদি ঐ সিজদা একনিষ্ঠ **আল্লাহ পাকের** জন্য ছিল কিন্তু এ চিহ্ন হওয়ার দ্বারা খুশি হয়ে যাও যে, মানুষ আমাকে ইবাদতকারী সিজদাকারী মনে করবে তবে এখন রিয়া এসে গেল এবং এ চিহ্ন অপদস্ততার উপযুক্ত হয়ে গেল এবং যদি তার সে দিকে কোন ধ্যান-ধারণা থাকে না তাহলে এ চিহ্ন প্রশংসিত চিহ্ন (প্রশংসার উপযুক্ত চিহ্ন) আরেক দলের মতে আয়াতে কারীমার মধ্যে এটা বিদ্যমান রয়েছে, আশা আছে যে, কবরের মধ্যে ফেরেশতাদের জন্য তার ঈমান ঐ নামাযের চিহ্নই হবে এবং কিয়ামতের দিন এ চিহ্ন সূর্য থেকে অধিক আলোকিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা ৬৬)

তাহাজ্জুদ আদায়কারীর চেহারা নূরানী হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ আদায়কারীর চেহারা কি কারণে নূরানী হয়? তিনি বললেন: এ জন্য যে, সে নিজের প্রতিপালকের জন্য একাগ্রতা অবলম্বন করে থাকে তখন **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের নূরের পোশাক পরিধান করান। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/১৪৭, উর্দু)

www.dawateislami.net

নেকী অন্তরের নূর ও চেহারার উজ্জলতা

এক বুযুর্গ বর্ণনা করেন: নেকী করার দ্বারা অন্তরে নূর, চেহারায় উজ্জলতা, রিযিকে প্রশস্ততা এবং মানুষের অন্তরে তার জন্য মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাণী: এক ব্যক্তি কোন কাজ গোপনে একান্তভাবে করে, তবে **আল্লাহ পাক** তার প্রভাব তার চেহারা এবং কথা-বার্তার মধ্যে প্রকাশ করে দেন।

(তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭/৩৩৭)

কারাতে খেলোয়াড় কিভাবে মুবাল্লিগ হয়ে গেল?

সিজদার স্বাদ পাওয়া, হিংসা থেকে নিজে বাঁচা, নিজেকে বিনয়ী করার চিন্তা ধারা তৈরি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করে, করাতে থাকে, মাদানী বাহার: ফয়সালাবাদ এর মধ্যে বসাবাসকারী এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অনেক বিকৃত চরিত্রের অধিকারী ছিল, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, কুদৃষ্টি, এবং ঝগড়া-বিবাদ প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত ছিল। তিনি মার্শালাট (অর্থাৎ কারাতে ইত্যাদি) শিখেছিলেন যার উপর অহংকার করে লোকদের সাথে অনর্থক ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতো। প্রত্যেক নতুন ফ্যাশনকে আপন করে নিতে ব্যস্ততার মাঝে ডুবে ছিল, আফসোস! নামায থেকে এত পরিমাণ দূরে ছিল যে, তার এতটুকু ধারণাও ছিল না যে, কোন নামাযের কতো রাকাত হয়! শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যের তারকা চমকে উঠল, তার সাক্ষাত নিজের এক পুরাতন বন্ধুর সাথে হয়েছে যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, তিনি তাকে ইনফিরাদী করে তাকে মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিয়েছেন, তার একক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং সে সাথে সাথে

www.dawateislami.net

মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল। মাদানী কাফেলার মধ্যে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে তার নিজের জীবনের উদ্দেশ্য জানা হয়েছে এবং সে নিজের গুনাহের উপর লজ্জিত হয়ে বললো: জীবনের অনেক বড় অংশ আমি উদাসিনতার মধ্যে অতিবাহিত করে দিয়েছি। তার এ পর্যন্ত ভাবাবেগ নসীব হলো যে, যখনই বয়ান শ্রবণ করতেন চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো এমনকি মাদানী কাফেলা থেকে এসেও কান্না করতে থাকতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে দিন থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর আঁচল তার হাতের মধ্যে রয়েছে, সে ডিভিশন যিম্মাদারের মধ্যে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাজের সাড়া জাগাতে ব্যস্ত রয়েছে।

اُلفتِ مُصطفٰے اور خوفِ خدا　　چاہئے گر تمہیں قافلے میں چلو

উলফতে মুস্তফা আওর খওফে খোদা,　　চাহিয়ে গার তুমহে কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইয়া রব্বে মুস্তফা! আমাদের ফরয নামাযের সাথে সাথে নফল নামায বেশি করে পড়া এবং অধিক হারে সিজদা করার সৌভাগ্য দান করো।

فرائِض پڑھوں، خوب نفلیں پڑھوں میں　　کَرَم کر خُدا! خوب سجدے کروں میں

ফরায়ীয পড়হুঁ, খুব নফলেঁ পড়হু মে,　　করম কর খোদা! খুব সাজদে কারুঁ মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৬৯)

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

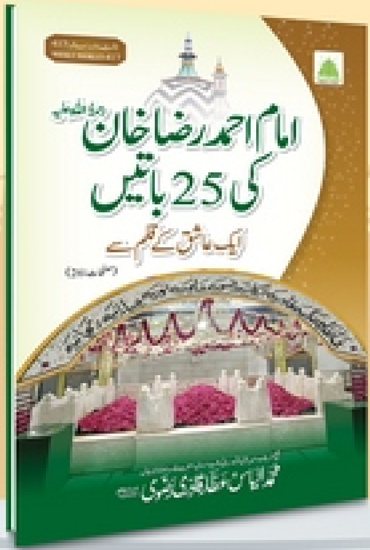

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net